গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আইন সেল

নং- শিম/আইন সেল (শিক্ষা আইন)-১৬/২০০১(অংশ)/৫৫৭

তারিখঃ ২১ শ্রাবণ ১৪২০ / ০৫ আগস্ট ২০১৩

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ -এর সুপারিশের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিক্ষা আইন, ২০১৩ এর খসড়া প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ের ওয়েব-সাইটে (www.moedu.gov.bd) প্রকাশ করা হলো। উক্ত খসড়াটি যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে জনমত যাচাই করা আবশ্যক।

২। এমতাবস্থায়, প্রণীত শিক্ষা আইন, ২০১৩ এর খসড়ার উপর শিক্ষাবিদ ও সমাজের সকল স্তরের জনগণের এবং দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের কোন মতামত বা পরামর্শ থাকলে তা আগামী ২৫/৮/২০১৩ তারিখের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিম্নবর্ণিত ই-মেইল নম্বরসমূহের যে কোন একটিতে দেয়ার জন্য নির্দেশক্রমে বিনীত অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ই-মেইল নম্বরসমূহঃ
(1) info@moedu.gov.bd
(2) law_officer@moedu.gov.bd
(3) rafiq 021259@yahoo.com

(গৌতম কুমার)
আইন কর্মকর্তা (উপ-সচিব)
ফোনঃ ৯৫৬৩৫১৬
Email-law_officer@moedu.gov.bd

E:\Shah Alam\Letter\1272-.doc

(সংশোধিত ০৫.৮.২০১৩ পর্যন্ত)

শিক্ষা আইন, ২০১৩

(২০১৩ সালের নং আইন)

প্রস্তাবনা

যেহেতু একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে;

যেহেতু সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে বিকশিত মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ নাগরিক সৃষ্টির প্রয়োজন;

যেহেতু প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরে আধুনিক, মানসম্মত, যুগোপযোগী ও প্রযুক্তি-নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সমীচীন এব;

যেহেতু জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি শিক্ষা আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ঃ

(১) এই আইন **"শিক্ষা আইন ২০১৩"** নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) ইহা বাংলাদেশের সমগ্র এলাকায় এবং বিদেশে অবস্থিত ও বাংলাদেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত শিক্ষাঙ্গনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) 'মৌলিক শিক্ষা' বলিতে মাধ্যমিক শিক্ষার পূর্বস্তর পর্যন্ত সকল আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বুঝাইবে;

(খ) 'শিক্ষক' বলিতে প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সকল স্তরে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত সকল ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

(গ) 'শিক্ষা' বলিতে ব্যক্তির পূর্ণ প্রতিভার বিকাশ, নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেম সম্বলিত মেধার চর্চা ও জ্ঞান আহরণ/সৃষ্টি, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা যায় - এমন শিখন প্রক্রিয়া যাহা অক্ষরজ্ঞান হইতে শুরু করিয়া পর্যায়ক্রমে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তাহা বুঝাইবে;

(ঘ) 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' বলিতে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-কে বুঝাইবে;

(ঙ) 'কর্তৃপক্ষ' বলিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যথা:- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্‌রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

(চ) 'প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা' বলিতে চার বৎসর হইতে ছয় বৎসর পর্যন্ত বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত মেয়াদের বিদ্যালয় প্রস্তুতিমূলক শিক্ষাকে বুঝাইবে;

(ছ) 'প্রাথমিক শিক্ষা' বলিতে সাধারণ শিক্ষার এবং মাদরাসা শিক্ষার প্রথম শ্রেণি হইতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে বুঝাইবে;

(জ) 'মাধ্যমিক শিক্ষা' বলিতে সাধারণ শিক্ষার নবম শ্রেণি হইতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত, মাদ্‌রাসা শিক্ষার নবম হইতে আলীম পর্যন্ত, কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার নবম শ্রেণি হইতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অথবা জাতীয় দক্ষতা স্তর-৪ অর্জন পর্যন্ত শিক্ষাকে বুঝাইবে;

(ঝ) 'সাধারণ শিক্ষা' বলিতে Madrasha Education Ordinance, 1978- এর অধীনে পরিচালিত মাদ্‌রাসা শিক্ষা এবং Technical Education Act, 1967- এর অধীন কারিগরি শিক্ষা ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বুঝাইবে;

(ঞ) 'সাক্ষরতা' বলিতে ন্যূনতম পর্যায়ে লিখিতে, পড়িতে, গণনা করিতে এবং সহজ বিষয়বস্তু পড়িয়া বুঝিতে পারাকে বুঝাইবে

(ট) 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা' বলিতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাহিরে ঝরিয়া পড়া ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মানব সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত এবং পদ্ধতিগতভাবে বিন্যস্ত শিখণ প্রক্রিয়া যাহা জীবনব্যাপী শিক্ষা পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে তাহা বুঝাইবে;

(ঠ) 'জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা' বলিতে দুর্যোগ ও অন্য কোন কারণে সৃষ্ট জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখিবার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে গৃহীত ব্যবস্থাকে বুঝাইবে;

(ড) 'জীবনব্যাপী শিক্ষা' বলিতে প্রাতিষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যক্তির সমগ্র জীবনে নানা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ যাহা চিত্তের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি বা দক্ষতার ক্রমবিকাশ কিংবা জীবনমানের অব্যাহত উন্নয়নে সহায়ক হয় তাহা বুঝাইবে;

(ঢ) 'অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) শিক্ষা' বলিতে লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধি, দারিদ্র্য-পীড়িত, শিখণে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন কিংবা ভৌগলিক বা প্রাকৃতিক কিংবা অন্য কোন কারণে বঞ্চিত শিশুর সমসুযোগ-ভিত্তিক শিক্ষার অধিকার ও অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা বুঝাইবে;

(ণ) 'শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ' বলিতে স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষার পরিচালনা বিকেন্দ্রীকরণকে বুঝাইবে;

(ত) 'নমনীয় শিক্ষা পঞ্জিকা' বলিতে আঞ্চলিক পরিবেশ ও জলবায়ু, স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বা জনগণের জীবন-জীবিকা ও কৃষ্টির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি-পাঠদানের সময়সূচি এবং বার্ষিক অবকাশকাল পুনর্নির্ধারণ করাকে বুঝাইবে;

(থ) 'নির্ধারিত' বলিতে বিদ্যমান আইন বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে;

(দ) 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' বলিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বোর্ডকে বুঝাইবে;

(ধ) 'বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্ণিং বডি' বলিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটিকে বুঝাইবে;

(ন) 'নৈতিক শিক্ষা' বলিতে শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জন, সৎসাহস সৃষ্টি, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় দেশজ চেতনায় নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করিবার বিষয়ে শিক্ষাদানকে বুঝাইবে;

(প) 'ধর্ম শিক্ষা' বলিতে স্ব-স্ব ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তদবিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষাকে বুঝাইবে;

(ফ) 'বয়স্ক শিক্ষা' বলিতে সেই সমস্ত পনের বৎসর উর্ধ বয়স্ক ব্যক্তিবর্গের শিক্ষাকে বুঝাইবে যাহারা নিরক্ষর অথবা প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছেন;

(ব) 'উচ্চ শিক্ষা' বলিতে সরকার/বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইনানুগভাবে পরিচালিত দ্বাদশ শ্রেণির পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষা অর্থাৎ স্নাতক ও তদুর্ধ পর্যায়ের শিক্ষাকে বুঝাইবে;

(ভ) 'বিশেষ চাহিদামূলক শিক্ষা' বলিতে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থী ও অটিস্টিক শিশুর শিক্ষা অর্জন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে অথবা শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন দক্ষতাকে সুসংহত করিবার লক্ষ্যে পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুঝাইবে;

(ম) 'বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' বলিতে কারিগরি, চিকিৎসা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে কিংবা রাষ্ট্রের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে বিশেষ শ্রেণির জনবল তৈরীর প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

(য) 'শিক্ষা কমিশন' বলিতে একটি সংবিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে। যাহা রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের শিক্ষার অধিকার সংরক্ষণ, শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও মতামত প্রদান করিবে;

(র) 'সরকার' বলিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে;

(ল) 'দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল' বলিতে সরকার কর্তৃক দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল হিসাবে ঘোষিত এলাকা/অঞ্চলকে বুঝাইবে।

৩। **আইনের প্রাধান্য ঃ** আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধ্যান্য পাইবে।

প্রথম অধ্যায়
প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

৪। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

(১) শিক্ষার প্রতি শিশুদের আগ্রহী করিয়া তুলিবার লক্ষ্যে ৪ বৎসর হইতে ৬ বৎসর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের দুই বৎসর মেয়াদের বিদ্যালয়ে প্রস্তুতিমুলক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হইবে।

(২) শিক্ষা ধারা নির্বিশেষে প্রাথমিক শিক্ষা প্রথম শ্রেণি হইতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে। এই আট বৎসর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তিযোগ্য শিশুর বয়স হইবে ন্যূনতম ৬ (ছয়) বৎসর।

(৩) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়/এবতেদায়ি মাদরাসায় প্রাক-প্রাথমিক স্তর চালু করা হইবে।

৫। প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ঃ

(১) মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশে কার্যকর শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে সকল শিশুর জন্য শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হইবে এবং তাহা শিশুর অধিকার বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) প্রাথমিক স্তরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সকল ক্ষুদ্র-জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। একইসাথে প্রতিবন্ধি, অটিস্টিক, কর্মজীবী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৩) পারিপার্শ্বিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও ভাষাগত প্রেক্ষাপটের আলোকে বৈষম্যহীন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হইবে - যাহাতে লিঙ্গ, ভাষা, বর্ণ, ধর্ম, রাজনৈতিক মতবাদ, নৃ-গোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধিতা অথবা অন্য কোন কারণে কোন শিশুর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি না হয়।

(৪) গ্রামীণ এবং সম্পদহীনতার কারণে অনগ্রসর বিদ্যালয় বা বিদ্যালয়সমূহের সহিত অগ্রসর বিদ্যালয়সমূহের বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অনগ্রসর বিদ্যালয়গুলোকে আর্থিক ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হইবে।

৬। নিরাপদ ও শিশুবান্ধব শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ঃ

(১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, শিক্ষকের আচরণ এবং শিখন প্রক্রিয়া শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সহায়ক হইবে।

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন ও আসা-যাওয়ার পথে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য স্থানীয় সমাজকে সম্পৃক্ত করা হইবে।

(৩) প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অর্থ অথবা অভিভাবক কিংবা স্থানীয় সুধীজন কর্তৃক অনুদান হিসাবে প্রদত্ত অথবা অন্য কোন উৎস হইতে সংগৃহীত বা প্রাপ্ত অর্থ হইতে বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরে মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা করা হইবে। এই বিষয়ে সরকার প্রয়োজনীয় বিধিমালা ও নির্দেশনা জারী করিবে।

৭। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং এবতেদায়ি শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি ঃ

(১) সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং একই পদ্ধতির মৌলিক শিক্ষার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক এবং এবতেদায়ী শিক্ষার জন্য সকল শিক্ষা ধারায় নির্ধারিত বিষয়সমূহের অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হইবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য সরকার নির্ধারিত নির্দিষ্ট শ্রেণি পর্যন্ত স্ব-স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা হইবে।

(২) প্রাথমিক/এবতেদায়ি শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বাঙালি সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, ইতিহাস, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসহ বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর স্ব স্ব সংস্কৃতির বিষয়সমূহ ছাড়াও বিভিন্ন ধারার যথা- সাধারণ, মাদ্‌রাসা ও কিন্ডারগার্টেন ইত্যাদি নির্বিশেষে নির্দিষ্ট শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ বাধ্যতামূলক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(৩) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করিবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর অনুমতি ব্যতীত উক্ত শিক্ষাক্রমে অতিরিক্ত হিসাবে কোন বিষয় বা পুস্তক অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

(৪) প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার সকল ধারা (সাধারণ, মাদরাসা ও কিন্ডারগার্টেন) নির্বিশেষে নির্দিষ্ট শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে বাংলা, ইংরেজি, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি, তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক হইবে।

(৫) অটিস্টিক, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৬) প্রাথমিক ও এবতেদায়ী স্তরের শেষ তিন শ্রেণি যথা-৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করা হইবে।

(৭) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্তরের শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তকসমূহ প্রণয়ন এবং বিনামূল্যে সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিতরণ নিশ্চিত করা হইবে।

৮। শিশুর ভর্তি নিশ্চিতকরণে বিদ্যালয়ের কর্তব্য ঃ

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ে ভর্তি উপযোগী শিশুকে তাহার জন্ম নিবন্ধন সনদ অথবা সরকারি বা সরকার অনুমোদিত কোন প্রাক-প্রাথমিক বা প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অথবা প্রাথমিক স্তরের কোন শ্রেণির শিক্ষা সমাপ্তির সনদ দাখিল সাপেক্ষে উপযুক্ত শ্রেণিতে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি ফি এবং যাচাই (screening for admission) পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবে না এবং ভর্তির ক্ষেত্রে কোন শিশুর প্রতি কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

(৩) যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তির অতিরিক্ত চাপ আছে, সরকার এই সকল প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করিয়া প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে সে সকল প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, একাধিক শিফট চালু করিবার লক্ষে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ, অবকাঠামোর সম্প্রসারণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) প্রথম শ্রেণিতে শূন্য আসন সংখ্যার চাইতে প্রার্থীর সংখ্যা বেশি হইলে ভর্তির জন্য আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক লটারির ভিত্তিতে শিক্ষার্থী নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে। তবে, উচ্চতর শ্রেণিতে শূন্য আসন সংখ্যার চাইতে প্রার্থির সংখ্যা বেশি হইলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক পৃথক পৃথক ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

(৫) বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন শিশুকে কোন প্রকার মানসিক নির্যাতন বা শারীরিক শাস্তি প্রদান করা যাইবে না।

(৬) সাধারণভাবে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করা হইবে।

(৭) সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারিদের বদলীজনিত কারণসহ অন্যান্য যুক্তিযুক্ত কারণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হইবে।

৯। প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ঃ

(১) প্রাথমিক ও এবতেদায়ি স্তরের ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত স্তরের পাঠ্যক্রমসমূহে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(২) আবেদনকারী থাকা সাপেক্ষে অটিস্টিক, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধি শিশুদের বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির জন্য ৫% পর্যন্ত বিশেষ কোটা সংরক্ষণ করা হইবে।

১০। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও এবতেদায়ি মাদরাসা শিক্ষার জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন ঃ

(১) এই আইনের অধীনে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে কিন্ডারগার্টেন, ইংরেজি মাধ্যম ও এবতেদায়ি মাদ্‌রাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট বাধ্যতামুলকভাবে নিবন্ধন করিতে হইবে। নিবন্ধন ব্যতীত অনুরূপ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা করা যাইবে না।

(২) উপধারা (১) অনুসারে নিবন্ধনের মাধ্যমে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার বিষয়ে সরকার প্রয়োজনীয় শর্ত নির্ধারণ করিয়া বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) সরকার প্রয়োজন মনে করিলে বিদ্যালয়বিহীন কিংবা ঘনজনবসতি পূর্ণ এলাকায় এক বা একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে। নিবন্ধনের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন অবস্থাতেই বেসরকারিভাবে কোন বিদ্যালয় স্থাপন বা পরিচালনা করা যাইবে না।

১১। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ঃ

প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ি মাদরাসার শিক্ষার জন্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা পরিচালনা করা যাইবে না।

১২। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ঃ

(১) প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হইবে। তৃতীয় হইতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অর্ধবাষিক ও বার্ষিক বা সমাপনী পরীক্ষার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হইবে।

(২) পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির একাডেমিক বৎসর শেষে বার্ষিক পরীক্ষার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড বা অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাক্রমে প্রাথমিক সমাপনী সার্টিফিকেট (PSC) পরীক্ষা এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (JSC)/ জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (JDC) পরীক্ষা দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হইবে। তবে ভবিষ্যতে সরকার জনস্বার্থে প্রথম শ্রেণি হইতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাবলিক পরীক্ষার সংখ্যা ও স্তর পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৩। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক নির্বাচন ঃ

(১) প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষকতার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের জন্য সর্বনিম্ন যোগ্যতা হইবে সকল স্তরে ন্যূনতম জিপিএ ২.৫ অথবা দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি অথবা সমমানের পরীক্ষায় পাশ। তবে সরকার প্রয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষকদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষকতার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের জন্য সর্বনিম্ন যোগ্যতা হইবে সকল স্তরে ন্যূনতম জিপিএ ২.৫ অথবা দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণিসহ স্নাতক অথবা সমমানের পরীক্ষায় পাশ।

(৩) সরকারি অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ি মাদ্‌রাসায় উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে একটি স্থায়ী **বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন** গঠন করা হইবে এবং উক্ত কমিশন পরিচালনার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করা হইবে।

১৪। প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ঃ

(১) শিক্ষার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন নিশ্চিতকরণ কল্পে প্রাথমিক পর্যায়ে কর্মরত প্রথম হইত পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানকারী শিক্ষকদের ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন এবং ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানকারী শিক্ষকদের আবশ্যিকভাবে বিএড/বি.এম.এড ডিগ্রি অর্জন করিতে হইবে। ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানের জন্য নিয়োগকৃত নতুন শিক্ষকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হইবে।

(২) প্রাথমিক শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী ও মানসম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হইবে।

(৩) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে সরকার অনুশাসন সংবলিত বিধিমালা প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) মাদ্‌রাসা শিক্ষার এবতেদায়ি পর্যায়ের প্রথম হইত পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানকারী শিক্ষকদের ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন এবং ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিএমএড ডিগ্রি অর্জন করিতে হইবে।

(৫) এবতেদায়ি পর্যায়ের শিক্ষকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে। মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ বিষয়ভিত্তিক বা বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে প্রদান করা হইবে। এই লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট পর্যায়ক্রমে স্থাপন করা হইবে।

(৬) ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন (নেপ)-কে শীর্ষ পর্যায়ের জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার লক্ষ্যে ইহার কার্যপরিধি ও অবকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

১৫। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালনা পরিষদ ও অভিভাবক-শিক্ষক পরিষদ গঠন ঃ

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা পরিষদ এবং অভিভাবক-শিক্ষক পরিষদ গঠন বাধ্যতামূলক করা হইবে। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ অধিকতর কার্যকরী করিবার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এর প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির সমন্বয়ে পুনর্গঠন করা হইবে।

১৬। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রশাসন ঃ

(১) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও তদারকির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবল সমন্বয়ে এক বা একাধিক অফিস থাকিবে।

(২) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর কার্যকরী করিবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট স্থাপন করা হইবে।

(৩) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক-শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করা হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা

১৭। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ

যে সকল শিশু, কিশোর-কিশোরী বিভিন্ন কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে অথবা যাহারা বিদ্যালয়ে/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় নাই কিংবা ভর্তি হইবার পর ঝরিয়া পড়িয়াছে তাহাদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে বয়সভেদে বিকল্প ধারার মৌলিক শিক্ষা বা শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ সৃষ্টি করা হইবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার বয়স আট হইতে অনুর্ধ পনের বৎসর এবং বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে পনের হইতে পঁয়তাল্লিশ বৎসর হইবে।

১৮। শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত সকল নারী-পুরুষের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ঃ

শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত সকল বয়সী নারী-পুরুষ, অনগ্রসর এলাকায় বসবাসকারী ও দুস্থ জনগোষ্ঠীর যুব ও যুব মহিলাদের জন্য অব্যাহত শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষার আওতায় বৃত্তি ও কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

১৯। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে আইন বা বিধিমালা প্রণয়ন ঃ

ধারা ১৭ ও ১৮ এর বিধান অনুযায়ী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং বয়স্ক নারী-পুরুষের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন বা বিধিমালা প্রণয়ন করা হইবে অথবা বিদ্যমান আইন, বিধিমালা বা নীতিমালা মোতাবেক এই ধরনের শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করা হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
মাধ্যমিক শিক্ষা

২০। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর ঃ

(১) মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর হইবে নবম হইতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত চার বৎসর মেয়াদি।

(২) এই আইনের আওতায় বর্তমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি সংযোজন ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে/ কলেজসমূহে পর্যায়ক্রমে নবম ও দশম শ্রেণি খোলা হইবে অথবা যেই সকল কলেজে অনার্স/ডিগ্রি কোর্স চালু রহিয়াছে সেই সকল কলেজে কেবল স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা চালু করা হইবে।

২১। মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি ঃ

(১) সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার তিনটি ধারা যথা-সাধারণ, মাদ্‌রাসা ও কারিগরি ধারাসমূহে সমতার ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মৌলিক বিষয়সমূহ যথাঃ- বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক করা হইবে এবং এই সকল বিষয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(২) মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাঙালি সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর স্ব স্ব সংস্কৃতির বিষয়সমূহ ছাড়াও নির্দিষ্ট শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, জেণ্ডার বিষয়ক শিক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশ পরিচিতি এবং বিজ্ঞান বিষয় ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। ইহা ছাড়াও কৃষি, গার্হস্থ্য বিজ্ঞানসহ বৃত্তিমূলক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৩) অটিস্টিক, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হইবে।

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাঙালি সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর স্ব স্ব সংস্কৃতির পরিপন্থী/কোন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কোনো কার্যক্রম পরিচালনা অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে।

(৫) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করিবে। উক্ত বোর্ডের অনুমতি ছাড়া শিক্ষাক্রমে অতিরিক্ত হিসাবে কোন বিষয় বা পুস্তক অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

২২। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার ধারাসমূহ ঃ

ক) সাধারণ শিক্ষা :

(১) শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত পর্যায়ক্রমে ১ : ৩০-এ উন্নীত করা হইবে।

(২) সুষ্ঠু পাঠদানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করা হইবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা-উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হইবে।

(৩) প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের একটি গ্রন্থাগারের এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম -এর ব্যবস্থা করা হইবে। গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পর্যায়ক্রমে একটি গ্রন্থাগারিক পদ সৃষ্টি করা হইবে। ইহা অন্যান্য ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যও প্রযোজ্য হইবে।

খ) মাদরাসা শিক্ষা ঃ

(১) মাদ্‌রাসা শিক্ষার এবতেদায়ি, দাখিল ও আলিম স্তরে স্বীকৃতি প্রদান, নবায়ন, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, সনদ প্রদান ও মাদ্‌রাসা শিক্ষার উন্নয়নের নিমিত্ত Madrasha Education Ordinance, 1978- এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হইবে।

(২) শিক্ষার অন্যান্য ধারার সহিত সামঞ্জস্য আনয়নের লক্ষ্যে মাদ্‌রাসা শিক্ষার মেয়াদকাল এবতেদায়ি পর্যায়ে ৮(আট), দাখিল পর্যায়ে ২ (দুই) এবং আলীম পর্যায়ে ২ (দুই) বৎসর নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) দাখিল ও আলীম পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ, তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়সমূহকে বাধ্যতামূলক করা হইবে।

(৪) শিক্ষার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন নিশ্চিতকল্পে মাধ্যমিক পর্যায়ে কর্মরত মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের বি.এম.এড ডিগ্রি অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণসহ নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বি.এম.এড ডিগ্রি অর্জন বাধ্যতামূলক করা হইবে।

(৫) দাখিল ও আলিম পর্যায়ে শিক্ষাক্রম অনুমোদন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম তদারকি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য **'মাদ্‌রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর'** নামে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(৬) কওমি মাদ্‌রাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন ও কওমি মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করিবার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

গ) বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ঃ

(১) দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তরের নবম হইতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করা হইবে এবং উক্ত স্তরের পাঠ্যক্রমসমূহে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে করা হইবে।

(২) দেশের সকল কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হইবে।

(৩) অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করিবার পর জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে স্থাপিত সরকারি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট বা বেসরকারি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত ১, ২ ও ৪ বৎসরের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে জাতীয় **দক্ষতা সনদ ২, ৩ ও ৪** অর্জন করা যাইবে।

(৪) অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করিবার পর ছয় মাসের কারিগরি বা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়া একজন শিক্ষার্থী **জাতীয় দক্ষতা সনদ-১** অর্জন করিতে পারিবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় নবম, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণি সমাপ্ত করিয়া একজন শিক্ষার্থী **জাতীয় দক্ষতা সনদ ২, ৩ ও ৪** অর্জন করিতে পারিবে।

(৫) এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা এবং **জাতীয় দক্ষতা সনদ -৪** এর সনদধারীগণ ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য ডিপ্লোমা/বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (একাদশ-দ্বাদশ)/ ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স (একাদশ-দ্বাদশ)/ সমমানের কোর্সে ভর্তি হইতে পারিবে।

(৬) অটিস্টিক শিশুসহ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ভর্তির জন্য বিশেষ কোটা সংরক্ষণ করা হইবে।

(৭) ১৯৬২ সালের শিক্ষানবিশি আইনকে যুগোপযোগী করিয়া দেশে ব্যাপক ভিত্তিতে শিক্ষানবিশ কার্যক্রমের প্রর্বতন করা হইবে।

(৮) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইবে। নতুন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত এবং প্রয়োজনে সীমিত পরিসরে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপের নীতি অনুসরণ করা হইবে। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে অস্বচ্ছল পরিবারের ও প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের স্বল্পব্যয়ে লেখাপড়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৯) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষ জনবল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকার কারিগরি বা বৃত্তিমূলক, ইঞ্জিনিয়ারিং, প্যারামেডিকেল, নার্সিং, কৃষি, ব্যবসায় প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করিবে। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতামান-৪ অর্জনকারী শিক্ষার্থীগণ সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ লাভ করিবে।

(১০) বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধাদি ব্যবহার করিয়া সান্ধ্যকালীন ও খণ্ডকালীন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিত্যাগকারী ও বয়স্কদের স্থানোপযোগী বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করিয়া দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা হইবে।

(১১) তৃণমূল পর্যায়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা বা থানা পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং টেলিসেন্টার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।

২৩। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন ও স্বীকৃতি ঃ

(১) এই আইনের অধীনে মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ, মাদ্‌রাসা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও ইংরেজি মাধ্যম বা বিদেশী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশী কোন শাখাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন করিতে হইবে এবং পাঠদানের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি বা স্বীকৃতি গ্রহণ করিতে হইবে। নিবন্ধন ব্যতীত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা পরিচালনা করা যাইবে না।

(২) বিদেশী কোন বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের আওতায় 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল পর্যায়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালনা করা যাইবে। তবে এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ ধারার সমপর্যায়ের বাংলা ও বাংলাদেশ স্টাডিজ বিষয়সমূহ বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৩) ইংরেজি মাধ্যমসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বেতন ও অন্যান্য ফিস সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) চারু ও কারুকলা এবং সুকুমারবৃত্তির বিষয়সমূহকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে প্রবর্তন করা যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ প্রদান, পুস্তক ও সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২৪। মাধ্যমিক/দাখিল স্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের কর্তব্য ঃ

(১) মাধ্যমিক/দাখিল স্তরের নবম শ্রেণিতে ভর্তির আবেদনকালে শিক্ষার্থীর জন্য জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষা পাশের সনদ এবং একাদশ/আলিম শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে এসএসসি অথবা সমমানের পরীক্ষা পাশের সনদ দাখিল বাধ্যতামূলক হইবে। ভর্তির ক্ষেত্রে পাবলিক পরীক্ষা ও ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করিয়া শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(২) সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের বদলীজনিত কারণসহ অন্যান্য যুক্তিযুক্ত কারণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হইবে।

২৫। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ঃ

(১) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম হইতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত খেলাধুলা ও শরীরচর্চাসহ অর্ধবার্ষিক, বার্ষিক ও মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও সাংস্কৃতিক দক্ষতাসহ অর্ধবার্ষিক, বার্ষিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হইবে।

(২) জাতীয় ভিত্তিতে দশম শ্রেণি শেষে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (SSC)/দাখিল/সমমানের পরীক্ষা ও দ্বাদশ শ্রেণি শেষে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (HSC)/আলিম/সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। তবে ভবিষ্যতে সরকার জনস্বার্থে দশম শ্রেণি হইতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাবলিক পরীক্ষার সংখ্যা ও স্তর পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষার সকল ধারায় আবশ্যিক বিষয়সমূহে পর্যায়ক্রমে অভিন্ন প্রশ্নপত্র অনুসরণ করা হইবে।

২৬। বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রতিযোগিতা এবং জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি মেলা, গণিত অলিম্পিয়াড, ক্রীড়া প্রতিযোগীতার আয়োজন ঃ

শিক্ষার্থীদের নিকট বিজ্ঞান ও গণিত এবং ও সৃজনশীল কাজসহ ক্রীড়াকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ভিত্তিক এবং জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি মেলা, গণিত অলিম্পিয়াড, ক্রীড়া ও অন্যান্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইবে। ইহা ছাড়াও গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিয়মিতভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২৭। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক নির্বাচন ঃ

(১) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগলাভের জন্য নিম্নরূপ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম হইতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ যোগ্যতা হইবে সকল স্তরে ন্যূনতম জিপিএ ২.৫ বা দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক অথবা সমমানের পরীক্ষায় পাশ।

(খ) একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সকল পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স ডিগ্রিসহ স্নাতকত্তোর ডিগ্রি/সমমান অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সকল পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৪ বৎসর মেয়াদী অনার্স ডিগ্রি/সমমান অথবা সকল পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/সমমানের পরীক্ষায় পাশ।

(২) বর্তমান বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA) -কে বিলুপ্ত করিয়া এবং উহার জনবল ও সম্পদকে প্রচলিত বিধি মোতাবেক আত্মীকৃত করিয়া পরিবর্তিতরুপে একটি স্থায়ী **'বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন'** গঠন করা হইবে। উক্ত কমিশন বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কারিগরি বিদ্যালয়, দাখিল/আলীম মাদ্‌রাসা ও সমমান সম্পন্ন অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি এই আইনের অনুচ্ছেদ ১৩(৩) অনুযায়ী বেসরকারি প্রাথমিক/এবতেদায়ি স্তরের শিক্ষক নিয়োগেরও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক সাধারণ যোগ্যতার পাশাপাশি অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন, মৌলিক গবেষণা কর্ম, শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

(৪) সরকার পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে একজন পূর্ণকালীন অথবা খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে- যিনি প্রতিবন্ধিসহ অনগ্রসর শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হইবেন।

২৮। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ঃ

(১) শিক্ষার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন নিশ্চিতকল্পে মাধ্যমিক পর্যায়ে কর্মরত সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে Bachelor in Education (B.Ed.) বা সংশ্লিষ্ট ডিপ্লোমা-ইন-টেকনিক্যাল

এডুকেশন বা বিএসসি-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন বা BSc in Engineering কোর্স বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়োগপ্রাপ্তির তিন বছরের মধ্যে Bachelor in Education (B.Ed.)/ বিএসসি-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন ডিগ্রি অর্জন বাধ্যতামূলক করা হইবে।

(৩) সরকারি ও বেসরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন শিক্ষকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের এক বৎসরের মধ্যে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ চলমান বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে। পরিবর্তিত নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তণের পূর্বেই শিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হইবে।

২৯। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ঃ

(১) মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক মান ও শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ব্যয়ের যৌক্তিকতা পর্যালোচনা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ক্রমমান প্রদানের লক্ষ্যে **'প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক'**-এর কার্যালয় স্থাপন করা হইবে।

(২) উক্ত কার্যালয় জাতীয় সংসদ ও সরকারের নিকট বার্ষিক রিপোর্ট প্রদান করিবে।

(৩) প্রধান শিক্ষা পরিদর্শকের কার্যালয় স্থাপিত হইলে বিদ্যমান **পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর** -এর কার্যপরিধি ও সাংগঠনিক কাঠামো প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পুনর্বিন্যাস করা হইবে।

৩০। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবক-শিক্ষক পরিষদ গঠন ঃ

(১) মাধ্যমিক স্তরের সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সকল সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিভাবক-শিক্ষক পরিষদ গঠন বাধ্যতামূলক করা হইবে। সরকার অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবক-শিক্ষক পরিষদ এর গঠন, মেয়াদ ও কার্যপরিধি নির্ধারিত হইবে।

(২) একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ দুইটির বেশি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি বা সদস্য হিসাবে মনোনীত বা নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। নির্বাচিত সভাপতিকে ন্যূনতম স্নাতক পাশ হইতে হইবে। তবে এই আইন জারি হওয়ার পূর্বে বিধি মোতাবেক নির্বাচিত সভাপতির ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়
উচ্চশিক্ষা

৩১। উচ্চ শিক্ষার স্তর ঃ

উচ্চ শিক্ষার স্তর হইবে মাধ্যমিক অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর -

(ক) সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে স্নাতক বা তদূর্ধ,
(খ) মাদ্‌রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে ফাজিল বা তদূর্ধ,
(গ) চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এমবিবিএস বা তদূর্ধ,
(ঘ) প্রকৌশল শিক্ষার ক্ষেত্রে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং বা তদূর্ধ
(ঙ) অন্যান্য শিক্ষার ক্ষেত্রে স্নাতক বা তদুর্ধ সমমানের অন্য কোন ডিগ্রি।

৩২। মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ঃ

(১) উচ্চশিক্ষায় বাংলার পাশাপাশি ইংরেজির ব্যবহার অব্যাহত থাকিবে এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষায় রচিত রেফারেন্স বইসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিবার জন্য জাতীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্‌রাসাসমূহে স্নাতক পর্যায়ের সকল কোর্সে ন্যূনতম ১০০ নম্বরের অথবা ৩ (তিন) ক্রেডিট ইংরেজি বিষয় অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক করা হইবে।

৩৩। স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি ও কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের যোগ্যতা ঃ

(১) মাধ্যমিক অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(২) দেশের সকল স্তরের সরকারি ও বেসরকারি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যথাযথ নীতিমালা নির্ধারণ করিয়া ভর্তির ব্যবস্থা করিবে।

(৩) চার বৎসরের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রিকে উচ্চশিক্ষার স্তরে শিক্ষকতা পেশায় ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হইবে। তবে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির প্রয়োজন হইবে। স্বায়ত্তশাসিত বা বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান তাহাদের প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) সরকারি ও বেসরকারি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের চাকুরি প্রাপ্তির পর তাহাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হইবে।

৩৪। প্রকৌশল শিক্ষা ঃ

(১) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ প্রকৌশলী সৃষ্টির লক্ষ্যে পাবলিক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং প্রয়োজনে একাধিক শিফটে পাঠদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(২) ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী দেশের প্রকৌশল বিদ্যাবিদ্যালয়সমূহে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ক্রেডিট সমন্বয় এবং ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হইবে।

(৩) কারিগরি ডিপ্লোমা পর্যায়ে উত্তীর্ণ / দক্ষতা মান-৪ অর্জনকারী শিক্ষার্থীকে যোগ্যতা যাচাই করিয়া ক্রেডিট সমন্বয় এবং ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্নাতক পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা কোর্সে (ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল, কৃষি ইত্যাদি) ভর্তির সুযোগ দেওয়া হইবে।

(৪) প্রকৌশল শিক্ষার উন্নয়নে দেশের সকল পর্যায়ের চেম্বার অব কমার্স, চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রি, বাংলাদেশ এমপ্লয়েজ ফেডারেশন এবং সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা হইবে।

(৫) দেশের তথ্যপ্রযুক্তি, রসায়ন, বস্ত্র, পাট, চামড়া, সিরামিক ও গ্যাস শিল্পসহ অন্যান্য বৃহৎ শিল্পসমূহকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ তৈরির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নতুন নতুন অনুষদ চালু করা হইবে।

(৬) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, লেদার টেকনোলজি কলেজ ও টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হইবে।

৩৫। মাদরাসা শিক্ষা ঃ

(১) মাদরাসা শিক্ষায় সাধারণ ধারার অনুরূপ চার বৎসর মেয়াদী ফাযিল অনার্স এবং এক বৎসর মেয়াদী কামিল কোর্স ক্রমান্বয়ে চালু করা হইবে।

(২) ফাযিল ও কামিল পর্যায়ে শিক্ষাক্রম অনুমোদন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকি ও পরিবীক্ষণ এবং পরীক্ষা পরিচালনার জন্য দেশে একটি **অনুমোদনকারী (এফিলিয়েটিং) ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়** স্থাপন করা হইবে।

(৩) মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক গবেষণা পরিচালনায় সরকার কর্তৃক উৎসাহ প্রদান করা হইবে।

৩৬। চিকিৎসা শিক্ষা ঃ

(১) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ চিকিৎসক সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(২) স্বাস্থ্য সেবার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে দেশের মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইলেক্ট্রোমেডিকেল ও বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়ো ফিজিক্স, মেডিকেল ইনফরমেশন সায়েন্স, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি এবং ফিজিওথেরাপিসহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমসাময়িক ফলিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৩) দেশে এবং বিদেশে নার্সিং পেশার ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে মানসম্মত নার্সিং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে নার্সিং কলেজে বিএসসি ও এমএসসি নার্সিং কোর্স খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে। সকল সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহিত নার্সিং ও প্যারামেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করা হইবে।

(৪) আধুনিক এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রচলিত হোমিওপ্যাথি, ইউনানি এবং আয়ুর্বেদী চিকিৎসা ব্যবস্থারও উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।

(৫) বিদ্যমান মেডিকেল কলেজের মান যাচাই ও নতুন বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদনের সময় প্রকল্পের যথাযথ মূল্যায়নের জন্য উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন একটি **মেডিকেল অ্যাক্রিডিটেশান কাউন্সিল** গঠন করা হইবে।

৩৭। তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ঃ

(১) তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মানের কারিকুলামসহ কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ খোলা বাধ্যতামূলক করা হইবে এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির জন্য দেশে এক বা একাধিক আন্তর্জাতিক মানের **তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা ইনস্টিটিউট** প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(২) উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর করিবার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি এবং অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৩) অটিস্টিক শিশুসহ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করিয়া বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৩৮। কৃষি শিক্ষা ঃ

(১) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ কৃষি বিজ্ঞানী ও কৃষিবিদ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের ব্যবস্থা করা হইবে।

(২) কৃষি শিক্ষার আধুনিকায়নের জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পরিবেশ বিজ্ঞান, জৈব প্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, সম্পদ অর্থনীতি, জীব-বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা, ভূমিস্বত্ব ও ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে নতুন নতুন কোর্স সংযোজন করা হইবে।

(৩) ডিপ্লোমা পর্যায়ের কৃষি শিক্ষা, মৎস্য উন্নয়ন, পশু চিকিৎসা ও পশু পালন, বনবিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষাক্রমকে অধিকতর বিস্তৃত করিবার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্প্রসারণ করা হইবে।

(৪) উচ্চতর কৃষি শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়নের জন্য কৃষি শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি **সমন্বিত মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি** গঠন করা হইবে।

৩৯। ব্যবসায় শিক্ষা ঃ

(১) শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ব্যবসায় শিক্ষার সকল স্তরে যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, পাঠ্যসূচি নির্ধারণ ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হইবে। এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট শিল্প মালিক এবং সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হইবে।

(২) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য শিল্প, বাণিজ্য ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বল্প-মেয়াদি **ইন্টার্নশিপ**-এর ব্যবস্থা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হইবে।

(৩) দেশের কমার্সশিয়াল ইনস্টিটিউটগুলির ভৌত অবকাঠামো আরো কার্যকরভাবে ব্যবহার করিবার জন্য যুগোপযোগী ট্রেড কোর্স চালু এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা হইবে।

৪০। আইন শিক্ষা ঃ

(১) সাধারণ এল.এল.বি কোর্সের মেয়াদ দুই বৎসরের পরিবর্তে তিন বৎসর করা হইবে এবং পর্যায়ক্রমে তিন বৎসরের এল এল বি কোর্সের পরিবর্তে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চার বৎসর মেয়াদি এল এল বি অনার্স ডিগ্রি কোর্স চালু করা হইবে। আইন শিক্ষায় মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ হইবে দুই বৎসর।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজসমূহে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করিতে হইবে।

(৩) আইন কলেজসমূহে পর্যায়ক্রমে সান্ধ্যকালীন-এর পরিবর্তে পূর্ণকালীন শিক্ষা কার্যক্রম চালু এবং কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ নিয়মিত ও পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হইবে।

(৪) আইন কলেজ অনুমোদন ও পরিচালনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী সংবলিত বিধিমালা প্রণয়ন করা হইবে।

(৫) আইন শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রির জন্য ও আইন বিষয়ে গবেষণার জন্য দেশে একটি **সেন্টার অফ এক্সেলেন্স** স্থাপন করা হইবে।

(৬) আইন কলেজসমূহের শিক্ষার মান নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে বার কাউন্সিল ও শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে একটি **বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক কমিটি** গঠন করা হইবে।

৪১। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, নিবন্ধন, স্বীকৃতি গ্রহণ ও পরিচালনা ঃ

(১) এই আইনের অধীনে উচ্চ শিক্ষার (ইংরেজি মাধ্যমসহ) সকল স্তরের প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন করিতে হইবে এবং পাঠদানের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি বা স্বীকৃতি গ্রহণ করিতে হইবে। নিবন্ধন ও পাঠদানের অনুমতি ব্যতীত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাইবে না।

(২) উপধারা (১) অনুসারে নিবন্ধনের মাধ্যমে নতুন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করিবার বিষয়ে সরকার প্রয়োজনীয় শর্ত নির্ধারণ করিয়া বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) উচ্চশিক্ষা স্তরের সকল সরকারি, বেসরকারি ও সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বেতন ও অন্যান্য ফিস সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থী বেতন ও অন্যান্য ফিসমূহ যৌক্তিক হারে নির্ধারণ করিবার জন্য সরকার একটি **রেগুলেটরী কমিশন** গঠন করিবে।

৪২। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ঃ

(১) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনবিহীন কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা বাংলাদেশে কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠানের শাখা ক্যাম্পাস, স্টাডি সেন্টার বা টিউটোরিয়াল কেন্দ্র পরিচালনা বা পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা যাইবে না।

(২) উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে সরকার অথবা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যলয় মঞ্জুরী কমিশন অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বেসরকারিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বা সমমানের কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা পরিচালনা করা

যাইবে। তবে এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাঙ্গালী সংস্কৃতির পরিপন্থী কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না।

(৩) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ (পিপিপি) বাস্তবায়ন উৎসাহিত করা হইবে।

৪৩। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ঃ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতিতে করা হইবে এবং পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করা হইবে।

৪৪। উচ্চশিক্ষা স্তরে শিক্ষক নিয়োগ ঃ

(১) উচ্চশিক্ষা স্তরে শিক্ষক নিয়োগ লাভের জন্য নিম্নরূপ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) উচ্চশিক্ষার সকল স্তরের সরকারি ও বেসরকারি কিংবা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান স্ব স্ব নীতিমালা বলবৎ থাকিবে। তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে উহার প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হইবে।

(খ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজসমূহে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ যোগ্যতা হইবে সকল স্তরে ন্যূনতম জিপিএ ২.৫ বা দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্মানসহ মাস্টার্স বা সমমানের পরীক্ষায় পাশ অথবা সকল স্তরে ন্যূনতম জিপিএ ২.৫ বা দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথম শ্রেণির মাস্টার্স।

(২) সরকারি অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত বেসরকারি কলেজ, ফাজিল ও কামিল মাদ্‌রাসা, কারিগরি বা সমমানের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি স্থায়ী **বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন** গঠন করা হইবে। উক্ত কমিশন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও যুগোপৎভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করিবে। কমিশন উপযুক্ত প্রার্থীদের মধ্য হইতে মেধাভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করিয়া সকল স্তরের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের সুপারিশ করিবে।

৪৫। উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ঃ

(১) শিক্ষার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন নিশ্চিতকল্পে উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারি ও বেসরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের দুই বৎসরের মধ্যে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ চলমান বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মান-নির্ণয় এবং সেই ভিত্তিতে প্রতি বৎসর এইগুলোর র‍্যাংকিং নির্ধারণ করা ও উন্নয়নের পরামর্শ দান করিবার জন্য যথাযথ ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পন্ন একটি **অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল** প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
বিবিধ বিষয়াবলী

৪৬। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ঃ

(১) শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলী অর্জন যথাঃ- সৎসাহস ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ, সামাজিক ও ধর্মীয় চেতনা এবং নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার বিষয়সমূহকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(২) ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করা হইবে।

(৩) ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠীসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীরা নিজ ধর্ম সম্পর্কে যাহাতে শিক্ষার সুযোগ পায় তাহা নিশ্চিত করা হইবে।

(৪) সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিবার সময় বিভিন্ন ধর্ম হইতে উৎসারিত নৈতিকতার বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হইবে এবং চিরায়ত সংস্কৃতি ও দেশজ আবহভিত্তিক গ্রহণযোগ্য কার্যাবলী নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। এইজন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় নৈতিক শিক্ষার উপরও নির্দিষ্ট নম্বরের পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইবে।

৪৭। নারীশিক্ষা ঃ

(১) বাজেটে নারীশিক্ষা খাতে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হইবে। শিক্ষার সকল স্তরে নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধিও জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করা হইবে।

(২) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে অধিক সংখ্যক মহীয়সী নারীর জীবনী ও রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(৩) নারী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত ভৌত অবকাঠামো ও সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

(৪) মাধ্যমিক স্তরের শুরুতে নবম শ্রেণির পাঠ্যক্রমে **জেন্ডার স্টাডিজ** এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(৫) উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণা কাজ করিবার জন্য দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা এবং সুদমুক্ত, স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হইবে।

৪৮। ক্রীড়া ও শারীরিক শিক্ষা ঃ

(১) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শারীরিক ও ক্রীড়া শিক্ষার প্রসারের জন্য পর্যায়ক্রমে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ক্রীড়া শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(২) বাংলাদেশের একমাত্র ক্রীড়াশিক্ষা প্রতিষ্ঠান **বিকেএসপি**-কে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করিয়া তাহার অধীনে জেলা পর্যায়ে ক্রীড়াশিক্ষা স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠাপূর্বক ক্রীড়াশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হইবে।

(৩) ক্রীড়াশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের ফলে যাহাতে সাধারণ ধারার উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়, সেইজন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অভিন্ন বিষয়সমূহ ক্রীড়াশিক্ষার জন্যও বাধ্যতামূলক করা হইবে।

(৪) শারীরিক ও ক্রীড়া শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের জন্য দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক **শারীরিক শিক্ষা কলেজ** স্থাপন করা হইবে এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

(৫) সকল ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক পরীক্ষা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণে অনুষ্ঠিত হইবে।

৪৯। স্কাউট ও গার্ল-গাইড ঃ

(১) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেদের জন্য বয়েজস্কাউট এবং মেয়েদের জন্য গার্ল-গাইড শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

(২) দেশের সকল টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে Bangladesh National Cadet Core (BNCC) এবং রোভার স্কাউট এর শাখা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

৫০। বাংলা ভাষায় পাঠদান ঃ

(১) ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সাধারণ শিক্ষার সকল ধারায় প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হইবে বাংলা। তবে, ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলা ও বাংলাদেশ স্টাডিজ বিষয় বাধ্যতামূলক এবং বাংলা মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের পাঠদান করা যাইবে।

(২) শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত এবং পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পাঠসহায়ক সামগ্রীর মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিকেন্দ্রীকরণ-এর নিমিত্ত পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ-এর জন্য একটি পৃথক **কর্তৃপক্ষ** প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(৩) সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম হিসাবে শিক্ষার্থীর সাংস্কৃতিক বিকাশ ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও ভৌগলিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন জীবন দক্ষতামূলক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(৪) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নকালে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি **জাতীয় পরামর্শ কমিটি** গঠন করা হইবে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দক্ষ, অবসরপ্রাপ্ত ও বিশেষজ্ঞগণের মধ্য হইতে কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হইবে। উক্ত কমিটি সকল ধারার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করিবে।

৫১। শিক্ষার মান উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা ঃ

(১) গাইড বই, নোট বই, প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং বন্ধে সরকার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করিবে। গাইড বই, নোট বই তৈরী এবং সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(২) মুখস্থবিদ্যা-কে নিরুৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে সকল পরীক্ষা সৃজনশীল পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) উত্তরপত্র কার্যকরভাবে মূল্যায়ন জন্য প্রধান পরীক্ষকসহ উত্তরপত্র পরীক্ষকগণ এবং প্রশ্ন পরিমার্জনকারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৪) শিক্ষা বোর্ডসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হইবে এবং প্রশাসনিক স্বার্থে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে আন্তঃবোর্ড বদলির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৫২। নেতৃত্ব সৃষ্টি, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণ ঃ

(১) শিক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হইবে। বিশেষ করিয়া বিদ্যালয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হইবে।

(২) শিক্ষার মান উন্নয়ন, নেতৃত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পর্যায় হইতে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনের মাধ্যমে **শিক্ষার্থী পরিষদ** গঠন করা হইবে।

(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, শিক্ষাদান, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও স্থানীয় জনসাধারণের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হইবে।

(৪) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-অভিভাবক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করা হইবে।

৫৩। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা ঃ

(১) শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ স্থানীয় হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাথে পরামর্শক্রমে সকল শিক্ষার্থীর জন্য একটি স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করিবে।

(২) স্থানীয় হাসপাতাল কিংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার অথবা স্বাস্থ্যকর্মী সমন্বয়ে এক বা একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্যসেবা টিম গঠন করা হইবে। সেইসাথে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক বা ছাত্র-ছাত্রীকে স্বাস্থ্য বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হইবে।

৫৪। অভিভাবক ও পিতা-মাতার দায়িত্ব-কর্তব্য ঃ

(১) শিক্ষার্থীর পরিচিতিতে মাতা-পিতা উভয়ের নাম এবং প্রয়োজনবোধে আইনগত অভিভাবকের নাম উল্লেখ করিতে হইবে। পরীক্ষা পাশের সনদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মাতা-পিতা উভয়ের নাম উল্লেখ থাকিবে। তবে যৌনকর্মীর শিশু, দত্তক শিশু এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে শিশুর মর্যাদা সমুন্নত রাখিয়া বিষয়টি নির্ধারণ করা যাইবে।

(২) পিতামাতা বা অভিভাবক নিরক্ষর হইলে তাহাদের শিশুদের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিবেন।

৫৫। শিক্ষকদের কর্তব্য এবং অধিকার ও মর্যাদা ঃ

(১) সরকার শিক্ষকদের যথাযথ বেতন-ভাতা ও মর্যাদা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করিবে।

(২) সকল স্তরের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করা হইবে এবং উক্ত আচরণ বিধিমালা মানিয়া চলা প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

(৩) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের **ছুটি বিধিমালা** সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ হইবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/কর্মচারীগণ **নন ভেকেশন** বিভাগে কর্মরতদের অনুরূপ অর্জিত ছুটি প্রাপ্য হইবেন।

(৪) সরকারি স্বার্থে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে পদায়ন ও অবস্থানের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে বিশেষ ভাতা প্রদান করা হইবে।

(৫) সকল স্তরের শিক্ষকদের কর্ম মূল্যায়নের ভিত্তিতে ভাল কাজের স্বীকৃতি হিসাবে সনদ প্রদান, দেশে বা বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট বা উৎসাহ বোনাস, পছন্দ অনুসারে উপযুক্ত পোস্টিং প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং অদক্ষতা, কর্তব্যে অবহেলা বা মন্দ কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। এই বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নীতিমালা প্রণয়ন করা হইবে।

(৬) পরীক্ষায় নকল ও অসদুপায় রোধকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণকে যথাযথ নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সরকারি আদেশ জারি করা হইবে।

(৭) জাতীয় জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষককে শিক্ষা সংক্রান্ত কাজের বাইরে অন্য কোন কাজে সম্পৃক্ত করা যাইবে না।

৫৬। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ঃ

(১) শিক্ষকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা পরিকল্পনা ও গবেষণা বিষয়ক উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্স দক্ষতার সহিত পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)-এর আদলে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এর সাংগঠনিক কাঠামো ও নিয়োগ বিধির প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হইবে।

(২) বেসরকারি শিক্ষকদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ এবং সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এর আওতায় একটি করিয়া **আঞ্চলিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি** প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(৩) মাঠ পর্যায়ে অর্জিত দক্ষতার বিনিময় এবং ভারসাম্য নিশ্চিতকল্পে সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সরাসরি ও প্রেষণে নিয়োগের জন্য কোটা সংরক্ষণ করা হইবে। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সরাসরি নিয়োগকৃত কর্মকর্তা বা কর্মচারিদের চাকরি অপরাপর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সমপর্যায়ের পদে বদলিযোগ্য হইবে।

(৪) সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মান উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ তদারকির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধায়নে একটি **উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ** গঠন করা হইবে।

(৫) শিক্ষকতা পেশায় নিবেদিত, নৈতিক মূল্যবোধ ও দায়বদ্ধতা গড়ে তোলার বিষয়সমূহ প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(৬) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে কর্মরত এবং সরাসরি নিয়োগকৃত প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হইবে এবং প্রশিক্ষকদের দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বিকাশে উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ-এর ব্যবস্থা করা হইবে।

(৭) মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের বিএমএড প্রশিক্ষণ এবং বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সাধারণ ধারার শিক্ষকদের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। তবে বিষয়ভিত্তিক বা বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক **মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট** স্থাপন করা হইবে।

৫৭। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন/জাতীয়করণ, এমপিও প্রদান ও পরিচালনা ঃ

(১) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি, একাডেমিক স্বীকৃতি, জনবল কাঠামো এবং বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতার সরকারি অংশ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে মন্ত্রণালয় বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সময় সময়ে কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্র/নীতিমালা এবং নির্দেশিকার অধীনে প্রদান করা হইবে।

(২) প্রবাসী বাংলাদেশীগণ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের শিক্ষাক্রম অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট দেশের আইন অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বাংলাদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (২) অনুসারে বিদেশে স্থাপিত ও পরিচালিত এইরূপ সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠদানের অনুমতি প্রদানের দায়িত্ব মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর উপর ন্যাস্ত থাকিবে।

(৪) প্রতিটি উপজেলায় অন্ততঃ একটি সরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও একটি সরকারি কলেজ-এর অবস্থান নিশ্চিত করিবার জন্য নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন/জাতীয়করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৫) কর্মরত সরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের সহিত সরকারি চাকুরীতে আত্মীকৃত শিক্ষক-কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতার বিষয়টি সরকার কর্তৃক সময় সময়ে জারিকৃত আত্মীকরণ বিধিমালা অনুযায়ী নিষ্পন্ন করা হইবে।

(৬) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ভাতার সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাপ্যতা, স্বীকৃতি/অধিভুক্তি, জনবল কাঠামো, কাম্য শিক্ষার্থী, পাবলিক পরীক্ষার কাম্য ফলাফল এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্ণিং বডি ইত্যাদির শর্তসমূহ সরকার কর্তৃক জারিকৃত এমপিও নির্দেশিকা অনুসারে প্রতিপালন করিতে হইবে।

(৭) বেসরকারি বিদ্যালয়, কলেজ, মাদরাসা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল শিক্ষক ও কর্মচারীগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতা, নিয়োগ পদ্ধতি ও জনবল কাঠামো অনুযায়ী নিয়োজিত হইবেন।

৫৮। বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন ও বাতিলকরণ ঃ

(১) সরকার নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট কারণে কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/মাদরাসা সুপার/প্রধান শিক্ষক অথবা শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ এবং প্রতিষ্ঠানের এমপিও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাময়িক বন্ধ, আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্তন কিংবা বাতিল করিতে পারিবে ঃ

(ক) সরকার বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও আয়-ব্যয় নিরীক্ষা না করা হইলে অথবা এতদ্‌বিষয়ে সরকারের নির্দেশনা প্রতিপালন না করিলে;

(খ) ভূয়া তথ্য প্রদান, ভূয়া শিক্ষক নিয়োগ, ভূয়া শিক্ষার্থী/শাখা প্রদর্শন, পাবলিক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন এবং বোর্ডের আপিল ও আরবিট্রেশন সিদ্ধান্ত প্রতিপালন না করিলে;

(গ) এমপিওভুক্তির জন্য ভূয়া/জাল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ/নিবন্ধন সনদ প্রদান, ভূয়া/জাল নিয়োগ সংক্রান্ত রেকর্ড প্রদান, মহিলা কোটা অনুসরণ ব্যতীত শিক্ষক নিয়োগ প্রদান এবং প্যাটার্ন বহির্ভূত পদে এমপিও প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিলে;

(ঘ) রাষ্ট্র, বা সরকার-বিরোধী এবং শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া প্রমাণিত হইলে;

(ঙ) NCTB অথবা যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন পাঠক্রম ও পাঠ্যবই অনুসরণ করিলে;

(চ) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে;

(ছ) অসদাচরণ বা দায়িত্বে অবহেলার বিষয় প্রমাণিত হইলে;

(জ) প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং বাণিজ্যে জড়িত প্রমাণিত হইলে;

(ঝ) এসএসসি এবং এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পর পর দুই বৎসর শতকরা ৭০ ভাগের নিম্নে উত্তীর্ণ হইলে (তবে এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানওয়ারী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫-এর কম হইতে পারিবে না)

(ঞ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষক নির্ধারিত যোগ্যতার শর্ত পূরণ না করিলে সরকারি বেতন ভাতার অংশ প্রদান করা যাইবে না এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/শিক্ষকের এমপিও বাতিল হইবে এবং

(চ) উপরিউক্ত শর্তাদি ছাড়াও এই আইনের আওতায় সরকার সময় সময়ে প্রয়োজনীয় বিধি/বিধান/নির্দেশিকা/নীতিমালা জারি করিবে এবং উক্ত বিধি/বিধান/নির্দেশিকা/ নীতিমালায় বর্ণিত শর্তাদিও এইক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে;

(২) আদালতের সুনির্দিষ্ট আদেশ ব্যতীত স্থগিতকৃত বেতন-ভাতার সরকারি অংশের কোন বকেয়া প্রদান করা হইবে না।

(৩) সরকারের অনুমোদনক্রমে স্থগিতকৃত বেতন-ভাতার সরকারি অংশ (এমপিও) পুনরায় চালু করা যাইবে।

(৪) কোন প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদ ৫৮(১)(ঝ) বর্ণিত এমপিওভুক্তির শর্ত ভঙ্গ করিলে নিম্নোক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করা হইবেঃ

(ক) ১ম বৎসর শর্ত পূরণে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানকে সতর্কতামূলক পত্র প্রেরণ;

(খ) ২য় বৎসর ধারাবাহিকভাবে শর্ত পূরণে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানের প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের ৫০% এমপিও কর্তন;

(গ) ৩য় বৎসর ধারাবাহিকভাবে শর্ত পূরণে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের এমপিও সম্পূর্ণ বন্ধ হইবে। উল্লেখ্য, ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে এমপিও শর্ত পূরণ করিলে পুনরায় এমপিও ছাড় করা হইবে।

(৫) এমপিও স্থগিত অথবা বাতিলকৃত কোন প্রতিষ্ঠান পরবর্তিতে ধারাবাহিকভাবে এমপিও'র শর্ত পূরণ করিলে পুনরায় এমপিও ছাড়ের যোগ্য বিবেচিত হইবে। তবে একটি প্রতিষ্ঠান দুইবারের বেশি এমপিও পুনঃ ছাড়করণের কোন সুযোগ পাইবে না।

(৬) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারী ব্যবস্থাপনা পরিচালনা কমিটির মধ্যকার অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে বা তাহাদের মধ্যে সৃষ্ট মামলার বা অন্য কোন কারণে বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ উত্তোলন সম্ভব না হইলে পরবর্তিতে বকেয়া হিসাবে উত্তোলন করা যাইবে না। এইজন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করিবে।

৫৯। শিক্ষায় অর্থায়ন ঃ

(১) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে পরিচালিত হইবে এবং শিক্ষায় প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নিশ্চিত করিবে।

(২) শিক্ষায় প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে জাতীয় বাজেট বরাদ্দের পাশাপাশি অন্যান্য উৎস হইতে বিকল্প অর্থায়নকে উৎসাহিত করা হইবে। কোন করদাতা শিক্ষা খাতে অর্থ সাহায্য করিলে তাহাকে কর রেয়াতযোগ্য আয় হিসেবে গন্য করা হইবে।

(৩) বেসরকারি অনুদান ও সরকারি - বেসরকারি অংশিদারিত্ব বৃদ্ধির বিভিন্নমুখি পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

৬০। সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্তব্য ঃ

সরকার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, কমিশন, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, স্থানীয় প্রশাসন ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থাকে অসাম্প্রদায়িক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও এর গুণগতমান উন্নয়নে কাজ করিবে।

৬১। স্থায়ী শিক্ষা কমিশন ঃ

(১) অন্তর্ভুক্তিমূলক, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক এবং মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সরকার উপযুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠন করিবে, যাহা **শিক্ষা কমিশন** নামে অভিহিত হইবে।

(২) স্থায়ী শিক্ষা কমিশনের দায়িত্ব ঃ

(ক) জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষন করা এবং সময়ে সময়ে বাস্তবায়ন সম্পর্কে সরকার এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(খ) সকল শিশুর শিক্ষা অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতিমালা ও নির্দেশনা প্রণয়ন ও প্রকাশ;

(গ) শিক্ষা বিষয়ক চুক্তিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির উপর গবেষণা এবং বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করা;

(ঘ) সকল শিশুর শিক্ষা অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলের সহিত বিদ্যমান আইন বা নীতি কাঠামোর সাদৃশ্য পরীক্ষা করা এবং দুর্বলতা পরিলক্ষিত হইলে তাহা দূরীকরণার্থে সরকার বা ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করা;

(ঙ) শিক্ষা বিষয়ে আন্তর্জাতিক দলিল অনুসমর্থন বা স্বাক্ষর প্রদানে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(চ) শিক্ষা বিষয়ে নাগরিকের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচার ও প্রকাশনা।

(ছ) শিক্ষা বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক দিক-নির্দেশনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;

(জ) শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান;

(ঝ) শিক্ষা বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন এবং অনুরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার করা এবং

(ঞ) সকল শিশুর শিক্ষা অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নে বাধাসমূহ চিহ্নিত করা এবং প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান।

৬২। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব-কর্তব্য ঃ

(১) ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ও সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অর্থসংস্থানের বিষয়টি উল্লেখ থাকিবে।

(২) উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উপজেলা শিক্ষা কমিটির নিকট পেশ করিতে হইবে। উপজেলা শিক্ষা কমিটি কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা সাপেক্ষে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করিবে।

৬৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা ঃ

এই আইনের অধীনে স্থাপিত ও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যমান সরকারি আর্থিক বিধি-বিধানের আলোকে পরিচালিত হইবে এবং স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে/সংস্থার অধিকতর জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হইবে।

৬৪। আইনের কার্যকারিতা, রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ ঃ

(১) এই আইনের কোন বিধানাবলির পরিপন্থী কোন কার্যক্রম সংঘটিত হইলে তফশিল-১ এ বর্ণিত শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) এই আইনের সহিত সামঞ্জস্য রহিয়াছে অথবা সাংঘর্ষিক নয় এমন আইন, বিদ্যমান বিধি বা প্রবিধান বা বিধানাবলী বা নীতিমালা ইত্যাদি যুগপৎভাবে কার্যকর থাকিবে এবং এই আইনসহ তাহা দেশের শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল সংস্থা/দপ্তর/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পন্ন ও পরিচালিত হইবে।

(৩) এই আইন বলবৎ হইবার পর ইহার কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে পূর্বে প্রণীত সকল বিধি-বিধান, জারিকৃত আদেশ, নীতিমালা বা প্রজ্ঞাপনের আলোকে কৃত সকল কাজকর্ম ইতোমধ্যে বলবৎ হইয়া থাকিলে তাহা এই আইনের অধীন প্রণীত, জারিকৃত, অনুমোদিত এবং কৃত বলিয়া গণ্য হইবে এবং সাংঘর্ষিক হইলে তাহা বাতিল হইবে।

৬৫। বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার প্রয়োজনে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি বা প্রবিধান বা নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

তফশিল ১ ঃ অপরাধ ও শাস্তি

১। আইন অমান্যের ক্ষেত্রে আরোপিত দন্ডসমূহ ঃ শিক্ষা আইন ২০১৩ -এ বর্ণিত ধারাসমূহ সকল ধারার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় হইবে। এই আইনের লংঘন দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে বিবেচ্য হইবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এই আইনের ধারা ৫৮ প্রয়োগসহ নিম্নরূপ শাস্তির বিধান প্রযোজ্য হইবেঃ

ক্রমিক	শাস্তিযোগ্য অপরাধ	শাস্তির প্রকৃতি
ক	এই আইনের ধারা ৭ এর উপধারা (২) ও (৩), ২১ এর উপধারা (১), (৪) ও (৫) এবং ৫১ এর উপধারা (১) এর পরিপন্থী কোন কার্যক্রম করিলে	ইহার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অনধিক দুই লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা উভয়দণ্ড প্রদান করা যাইবে।
খ	এই আইনের ধারা ৮ এর উপধারা (৫) এর পরিপন্থী কোন কার্যক্রম করিলে	ইহার জন্য দায়ী ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা ০৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে।
গ	এই আইনের ধারা ১০ এর উপধারা (১) এর পরিপন্থী কোন কার্যক্রম করিলে	প্রতিষ্ঠান বন্ধসহ ইহার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা ০৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।
ঘ	এই আইনের ধারা ২৩ এর উপধারা (১) এর পরিপন্থী কোন কার্যক্রম করিলে	প্রতিষ্ঠান বন্ধসহ ইহার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা ০৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।
ঙ	এই আইনের ধারা ২৩ এর উপধারা (৩) এর পরিপন্থী কোন কার্যক্রম করিলে	ইহার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা ০১(এক) বছর কারাদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।
চ	এই আইনের ধারা ৪১ এর উপধারা (১) এর পরিপন্থী কোন কার্যক্রম করিলে	প্রতিষ্ঠান বন্ধসহ ইহার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা ০১(এক) বছর কারাদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।
ছ	এই আইনের ধারা ৪২ এর উপধারা (১) ও (২) এর পরিপন্থী কোন কার্যক্রম করিলে	অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত উক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করাসহ অপরাধী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে অনুর্ধ ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড প্রদান করা হইবে।

২। অপরাধের বিচার ও আমলযোগ্যতা ঃ (ক) ১৮৯৮ সালের ফৌজাদারি কার্যবিধি (১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন) বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সকল অপরাধ আমলযোগ্য ও জামিনযোগ্য হইবে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সংক্ষিপ্ত আকারে (Summary trial) বিচারযোগ্য হইবে।

(খ) সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলে গ্রহণ করিবে না।

(গ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া এই আইনের অপরাধসমূহ মীমাংসাযোগ্য হইবে না।